গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা | ১২ - ১৮ আগস্ট ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

‘আমাকে গুলি করে মারা যাবে কিন্তু কেনা যাবে না’ ঃ শিবদাস ঘোষ

“এই যে এখানে বসে যাঁরা আছেন আমার কিছু সহকর্মী, তাঁরা অতীতের অনেক কথা জানেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হল, প্রথম যখন এই দল শুরু হয়, কী ছিল আমাদের? কিছুই ছিল না। টাকা নেই, পয়সা নেই, লোকজন নেই, থাকার জায়গা নেই, কেউ চেনে না, জানে না। আর আমাদেরও বয়স বা তখন কত? আমি তখন কোয়াইট ইয়ংম্যান, অল্প বয়সের একটি যুবক। সে বলছে ভারতবর্ষে সত্যিকারের কোনও বিপ্লবী দল নেই, দল গঠন করতে হবে। অনেকেই যুক্তি-টুক্তি শুনে বলছে, হ্যাঁ, এটা তো করা উচিত, যুক্তিগুলো তো ভালই। কিন্তু এ একটা পাগলের মতো কথা। একটা দল করা কি সোজা কথা নাকি? এতগুলো বড় বড় দল রয়েছে, তারাই সব ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, কত কী কাণ্ড হচ্ছে। আর যাদের কেউ চেনে না, জানে না, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক নেই, নাম করা নেতা নেই, প্রেস পাবলিসিটি নেই তারা কী করবে? কিছু বললেই লোকে ঠাট্টা করত, হাসত, বাঙাল ভাষায় বলতো—দেখ, বলা নাই, কওয়া নাই, কি সব পোলাপান হইছে আমাগো দ্যাসে, কি সব পাগল পোলা হইছে দেখো দিহি। এরা দল গঠন করবে! এ অসম্ভব ব্যাপার! এ হতে পারে না। পার্টি গড়া কি একটা সহজ কথা? এসব অবাস্তব কল্পনা, ও সব হবে না। হ্যাঁ আপনি যা বলছেন তা ঠিক, কিন্তু কিছু হবে না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেশি তর্ক করিনি। আমি তাদের উত্তর করেছি পাল্টা। হ্যাঁ হবে

৫ আগস্ট ১৯২৩ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা

এ বারের ৫ আগস্ট ছিল ভারতের একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শততম জন্মদিন। তাই দেশ জুড়ে দিনটি ভাস্বর হয়ে উঠল মহান নেতার বর্ষব্যাপী জন্মশতবর্ষ উদযাপনে সূচনার আবেগময় নানা অনুষ্ঠানে। হাজার হাজার বছর ধরে মানবসমাজে গেড়ে বসে থাকা অসাম্যের শিকড় উপড়ে নিপীড়িত জনতাকে শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার তাগিদ থেকে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোচ্চ উপলব্ধির ভিত্তিতে আমাদের সামনে ভারতের এবং একই সাথে বিশ্ববিপ্লবের যুগোপযোগী দিকনির্দেশিকা রেখে গিয়েছেন। দিয়ে গিয়েছেন সত্যিকারের উন্নত জীবনবোধের সন্ধান। এ দেশের মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভারতের একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-কে।

জন্মশতবর্ষের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল দিল্লিতে পার্লামেন্ট ভবন থেকে সামান্য দূরে ঐতিহাসিক সভাগৃহ পেয়ারিলাল ভবনে। এই উপলক্ষে সেজে উঠেছিল সমগ্র ভবন ও লাগোয়া এলাকা। মূল ফটকে সুদৃশ্য তোরণ, ভেতরের বিস্তীর্ণ জায়গার একদিকে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, আর একদিক জুড়ে তাঁর জীবনের নানা মুহূর্তের আলোকচিত্রের কোলাজ। মাঝখানে দীর্ঘ লনের শেষ প্রান্তে স্থাপিত মঞ্চে উদ্বোধনের আয়োজন। হলের মূল মঞ্চেসভার প্রস্তুতি।

সকাল থেকেই দিল্লি ও আসপাশের রাজ্য থেকে আসা মানুষে মানুষে জনাকীর্ণ ভবন চত্বর। প্রদর্শনীর সামনে কথা হচ্ছিল উত্তরাখণ্ড থেকে আসা দুই বন্ধু বিএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সন্তোষ ও ভীমের সাথে। পরীক্ষার মাঝেই তাঁরা এসেছেন। কেন? ‘এক দাদার কাছ থেকে শিবদাস ঘোষের দুটো বই পড়েছি। কথাগুলো নাড়িয়ে দেয়। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে দু’দিন এসে পরীক্ষার জন্য ফিরে গিয়েছিলাম। মন টিকল না। এমন মানুষের শতবর্ষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার চেয়ে আমার কাছে আর মূল্যবান কী হতে পারে?’

রাজস্থানের পিলানী থেকে বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত শরীরে ছেলের সাথে এসেছেন এক সমর্থক। বাড়িতে অসুস্থ বৃদ্ধা স্ত্রী একা। কিসের টানে? ‘কর্মসূত্রে আমি বন্দর-কর্মী ছিলাম। সেই সূত্রে ওখানে মানুষের জীবন দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ কতটা সঠিক

চারের পাতায় দেখুন

দুর্নীতিবাজদের শাস্তি চাই

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত ও শাস্তি, সমস্ত টেট ও এসএসসি উত্তীর্ণদের চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। ৫ আগস্ট

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ৫ আগস্ট রাজ্যের ৯টি স্থানে কেন্দ্রীয় মিছিলের আয়োজন করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মালদা থেকে শুরু করে বহরমপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, জয়নগর, কলকাতায় হাজার হাজার মানুষ এই বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন।

দুর্নীতিগ্রস্তদের কঠোর শাস্তি চাই— এই দাবিতে এখন রাজ্যের জনমত যেমন উত্তাল, তেমনি বহু চিন্তাশীল মানুষকে যে প্রশ্ন ভাবাচ্ছে, তা হল, এই দুর্নীতির অবসান কোন পথে? রাজ্যের প্রবীণ মানুষরা দেখেছেন, ১৯৭৪ সালে কংগ্রেস

আটের পাতায় দেখুন

আজ যাঁরা জাতীয়তাবাদের পাঠ দিচ্ছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের কী ভূমিকা ছিল?

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ বছর ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট দেশের প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই পরিকল্পনার নাম দিয়েছেন ‘হর ঘর তিরঙ্গা’।

‘হর ঘর তিরঙ্গা’

এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এই কর্মসূচি আমাদের জাতীয় পতাকার সঙ্গে একাত্মতাকে আরও মজবুত করবে। বলেছেন, পরাধীন ভারতে বসে যাঁরা স্বাধীন ভারতের পতাকার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমরা তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে এবং তাঁরা যে স্বপ্নের ভারতের ছবি দেখেছিলেন, তা গড়তে বদ্ধপরিকর।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় স্বাভাবিক ভাবেই দেশবাসীর মনে প্রশ্ন উঠছে যে, হঠাৎ ঘটা করে জাতীয় পতাকা তোলার কর্মসূচি নেওয়া কেন? জাতীয় পতাকার সাথে দেশবাসীর একাত্মতায় কি কোনও ঘাটতি চোখে পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর? নাকি নাগরিকদের দেশাত্মবোধের পরীক্ষা নিতে চাইছেন তিনি? নাকি অন্য কিছু চাপা দেওয়ার জন্যই হঠাৎ এই দেশপ্রেমের ঢক্কানিনাদ?

গত আট বছরের বিজেপি শাসনে প্রধানমন্ত্রীর ‘বিকাশ পুরুষ’-এর অতিকায় ছবি বাস্তবের কঠিন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ‘সবকা বিকাশ’-এর স্লোগান এখন দেশবাসীর নিজেদের প্রতি বিদ্রূপ বলে মনে হয়। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়েছে। বেকারত্ব

দুয়ের পাতায় দেখুন

জাতীয়তাবাদের পাঠ দিচ্ছেন যাঁরা

একের পাতার পর

অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেশবাসীর সাথে বিরাট প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের মানুষ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তাদের কঠোর পরিশ্রমের সমস্ত ফসল সরকারি মদতে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হচ্ছে। করোনা অতিমারির সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন চিকিৎসার অভাবে পোকামাকড়ের মতো মরেছে, পরিকল্পনাহীন লকডাউনে কোটি কোটি মানুষের কাজ চলে গিয়েছে, মাইনে কমে গিয়েছে, ঠিক তখনই দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা অবিশ্বাস্য হারে বেড়েছে। এই ভয়ঙ্কর সামাজিক ও আর্থিক সঙ্কটের সময়েও এই সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, খনি, বন্দর সব কিছু, যা জনগণের সম্পত্তি, সেগুলি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

এই অবস্থায় রান্নার গ্যাস, ভোজ্য ও জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ। হিন্দুত্বের জিগির তুলেও সরকারের প্রতি দেশবাসীর সমর্থন যে ধরে রাখা যাচ্ছে না, তা বিজেপি নেতাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী কৃষিনীতির বিরুদ্ধে দেশজোড়া, বিশেষত গোটা উত্তর ভারতের কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা এবং সরকারকে নতিস্বীকারে বাধ্য করার ঘটনা বিজেপি নেতাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই অবস্থায় ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচি কি তা হলে প্রতারণার নুতন ফাঁদ?

বিজেপি শাসনে দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা, মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি এড়িয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদী আবেগ উস্কে মানুষের সমর্থন আদায় করাই প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি সরকারের কৌশল। এ বারও এই কর্মসূচির লক্ষ্য মানুষের জাতীয়তাবাদী আবেগ উস্কে দিয়ে তার তলায় সরকারের সমস্ত ব্যর্থতাকে চাপা দেওয়া এবং আগামী লোকসভা ভোট এবং তার আগে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটে এই আবেগে সওয়ার হয়ে ক্ষমতার দখল নেওয়া।

জাতীয়তাবাদী আবেগ উস্কে তোলা আজ প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ জাতীয়তাবাদ আজ আর প্রগতির কোনও আদর্শ নয়। অনেকে দেশপ্রেমের সাথে জাতীয়তাবাদকে গুলিয়ে ফেলেন। মূলত শাসকরাই এই দুটিকে এক করে দেখাতে চান এবং মানুষের দেশপ্রেমের আবেগকে আত্মসাৎ করে তাকে মানুষের উপর তাদের আধিপত্য কায়েমের কাজে লাগান। যে কোনও আদর্শের মতোই জাতীয়তাবাদী আদর্শও একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি। বিশেষ যুগের প্রয়োজনে যেমন তার সৃষ্টি হয় তেমনই সেই প্রয়োজন মিটে গেলে তার কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-প্রদেশ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে একজাতি গঠনের প্রয়োজনেই জাতীয়তাবাদী আদর্শের জন্ম হয়েছিল। যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও আমরা এক জাতি ছিলাম না। সেদিনও মালিক এবং মজুর, শোষক এবং শোষিত এই দুই শ্রেণিতে জাতি বিভক্ত ছিল। তবুও উভয়ের একটা সাধারণ লক্ষ্য ছিল— স্বাধীনতা। লক্ষ্য এক হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। শোষিত মানুষ, সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি। মালিক শ্রেণির লক্ষ্য তা ছিল না। মালিক শ্রেণি স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশপ্রেমিক সেজে এসেছিল। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই দেশপ্রেমিক। মালিক শ্রেণির দরকার ছিল শুধু ব্রিটিশের তৈরি শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রটি ব্রিটিশের হাত থেকে নেওয়া। তারা জানত, স্বাধীনতা এলে দেশের শাসনক্ষমতা তাদের কর্তৃত্বাধীনে আসবে। ফলে সেই সময়ে তেতাল্লিশ কোটি লোকের বাজারে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দেশে পুঁজিবাদকে আরও সংহত করবে এবং মানুষের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং এ সবই তারা করবে স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা বাজিয়ে দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনার নামে। স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে গণমুক্তির লক্ষ্য ছিল তা সফল হয়নি এবং সফল যে হয়নি তা-ও স্বাধীনতার ৭৫ বছরের ইতিহাসে শাসক শ্রেণির প্রতিটি পদক্ষেপে স্পষ্ট।

ইংরেজ চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ভারতে জাতীয়তাবাদের আজ আর কোনও কার্যকারিতাই নেই। দেশের শোষিত মানুষ তথা সাধারণ মানুষের কাছে তা আজ আর প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু শাসক শ্রেণি জাতীয়তাবাদের জিগিরটি তুলে ধরে রাখতে চায় শুধুমাত্র তাদের শোষণের স্বার্থে, দেশের সম্পদ অবাধে লুঠের স্বার্থে। এই স্লোগানের আড়ালে সমাজ যে শোষক এবং শোষিত বিভক্ত, এই সত্যিটিকেই ভুলিয়ে দিতে চায়। যা আসলে শুধুমাত্র মালিক শ্রেণির স্বার্থ, তাকেই দেশের স্বার্থ, মানুষের স্বার্থ, সবার স্বার্থ বলে দেখাতে চায়। স্বাধীন ভারতে উভয় শ্রেণির স্বার্থ যে এক নয় একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ক্রমাগত বাড়তে থাকা দুর্দশা এবং মালিক শ্রেণির আকাশচুম্বী সম্পদ বৃদ্ধিতে তা স্পষ্ট। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট বলছে, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ভারতের ৯৭ কোটি মানুষের সুষম আহার জোটে না। প্রায় ২০ কোটি মানুষের কোনও বাসস্থানই নেই। অথচ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির ভাণ্ডার উপচে পড়ছে। জনগণের উপর মালিক শ্রেণির এই অবাধ লুঠতরাজ পুঁজিবাদী আইনে ন্যায়সঙ্গত, আইনসিদ্ধ। ভারতীয়রা যদি একটি অবিভাজ্য জাতি হত তবে কি এই ভয়ঙ্কর বৈষম্য ঘটতে পারত?

স্বাধীন ভারতে যে দলই ক্ষমতায় বসেছে মালিক শ্রেণির তাঁবেদার হিসাবে তাদের স্বার্থই তারা রক্ষা করে এসেছে। তাদের স্বার্থেই একের পর এক আইন তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের কৃষি আইন হোক, শ্রম আইন হোক, ব্যাঙ্ক কিংবা অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির বেসরকারিকরণের আইনই হোক— সবগুলিই হয়েছে মালিক শ্রেণির স্বার্থে। প্রতিটি আইন দেশের সাধারণ মানুষকে, শোষিত মানুষকে প্রতারিত করেছে, বঞ্চিত করেছে। এ সবই তারা করেছে জাতীয়তাবাদের বুলি আওড়ে। জাতীয়তাবাদ আজ তাই শুধুমাত্র চোর, লুটেরাদেরই আশ্রয়স্থল। শোষিত মানুষের এই স্লোগানে ভুললে চলবে না। স্বাধীনতা দিবসে তাদের গণমুক্তির লড়াইকে জোরদার করার শপথ নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে আজকের দিনে জাতীয়তাবাদ মানেই দেশের জনগণের উপর মালিক শ্রেণির একাধিপত্য, যা একটি স্বাধীন দেশে ফ্যাসিবাদকেই সূচিত করে। যার অর্থ জাতির স্বার্থের নামে আসলে মালিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা। আজও বিজেপি কথায় কথায় যে জাতীয়তাবাদের কথা বলে তা আসলে মানুষের দেশপ্রেমের আবেগকে কাজে লাগিয়ে মালিক শ্রেণির সেবা করা। একদিকে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার দেশের মানুষের দুবেলা খাওয়ার স্বাধীনতা, রোজগারের স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, চিকিৎসার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিবাদের স্বাধীনতার মতো সমস্ত রকমের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিচ্ছে, ঠিক তখনই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিকে ‘অমৃত মহোৎসব’ নাম দিয়ে, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ স্লোগান তুলে প্রধানমন্ত্রী আজ আবার সেই পুরনো জাতীয়তার আবেগকেই উস্কে তুলতে চাইছেন এবং মানুষের সব রকমের বিক্ষোভকে তার তলায় চাপা দিয়ে এ দেশের একচেটিয়া পুঁজির যে নির্লজ্জ সেবা তাঁরা করে চলেছেন তাকে আড়াল করতে চাইছেন।

মনে রাখতে হবে, আজ যে বিজেপি দেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদ শেখাচ্ছে, তাদেরই পূর্বসূরিরা, হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ, আরএসএসের নেতারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলেই মানতে চাননি। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা অংশগ্রহণ করেননি। উল্টে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতায় ব্রিটিশকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরাই আজ স্বাধীন ভারতে দেশপ্রেমিক সেজেছেন এবং দেশের মানুষকে দেশপ্রেমের পাঠ দিচ্ছেন! তাঁদের দেশপ্রেম আসলে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবা করা, তাদের জন্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। উল্টো দিকে যারা আজ তাদের পুঁজিপতি-সেবার বিরোধিতা করছে, তাদের স্বৈরাচারের বিরোধিতা করছে তাদের ব্রিটিশের তৈরি আইনেই জেলে ভরছে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে দেশের মানুষ জাতীয়তাবাদের কথা বলে জেলে গেছে, ব্রিটিশের অত্যাচার সহ্য করেছে, দ্বীপান্তরে গেছে, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে। আর আজ বিজেপি নেতারা জাতীয়তাবাদের কথা বলতে বলতেই দেশের মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে, বিপরীতে নিজেরা ক্ষমতার গদিতে গিয়ে বসছে এবং সমস্ত ক্ষমতাকে নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করছে। যে প্রধানমন্ত্রী আজ দেশের মানুষকে জাতীয় পতাকার সাথে একাত্ম হওয়ার পাঠ দিতে চাইছেন, সেই তিনি তো নিজেকে একজন স্বয়ংসেবক বলতে গর্ব বোধ করেন! সকলেরই জানা, তাঁর প্রিয় সেই স্বয়ংসেবক সংঘ বিজেপি ক্ষমতায় বসার আগে পর্যন্ত জাতীয় পতাকাকে স্বীকার পর্যন্ত করেনি। আজ জাতীয় পতাকার প্রতি প্রেম দেখিয়ে অতীতের সেই কলঙ্কিত ইতিহাসকে ভোলাতে চায় বিজেপি। আজও আরএসএস নেতা এবং বিজেপির মন্ত্রীরা জাতীয় পতাকার পরিবর্তে গেরুয়া পতাকা ‘ভগওয়া ধ্বজ’ই একদিন লালকেল্লায় উড়ানোর কথা বলে বেড়াচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রচারিত জাতীয়তা কত বড় প্রতারণা, এর পরেও তা বুঝতে কারও বাকি থাকে কি!

বালিসাইতে কৃষি আধিকারিককে ডেপুটেশন

সারের কালোবাজারি-মজুতদারি ও সরকার নির্ধারিত দামের বাইরে প্রায় দেড়গুণ দাম আদায় করার বিরুদ্ধে এবং প্রতি অঞ্চলে ধান কেনার মান্ডি চালুর দাবিতে ২২ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বালিসাইতে অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন ও রামনগর ‘কৃষক সংগ্রাম কমিটি’র যৌথ উদ্যোগে রামনগর-২ ব্লক কৃষি আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শতাধিক কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক ও রামনগর কৃষক সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা জগদীশ সাউ বলেন, আমন চাষের মরসুমে যেভাবে সারের কালোবাজারি হচ্ছে সে বিষয়ে প্রশাসন উদাসীন। উপরোক্ত দাবি ছাড়াও পিছাবনী খালে চিংড়ি মাছ প্রসেসিং কারখানার দূষিত জল ফেলা বন্ধ করা, মা নমিতা রাইস মিল থেকে কৃষকদের বকেয়া টাকা আদায় ও মনরেগা প্রকল্পে সমস্ত ইচ্ছুক শ্রমিকদের ২০০ দিনের কাজ ও ৪০০ টাকা মজুরি এবং দীর্ঘ দিনের বকেয়া পাওনা মেটানো প্রভৃতি দাবিতে ডেপুটেশন হয়। এই দাবিগুলি সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে পক্ষকাল ব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পাঁশকুড়া, ময়না, শহিদ মাতঙ্গিনী, কাঁথি ব্লকে অবস্থান, ডেপুটেশন হয়েছে।

কোলাঘাট বি ডি ও-কে স্মারকলিপি

কোলাঘাট ব্লকের নিকাশি খালগুলি অবিলম্বে সংস্কার সহ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে ১৪ দফা দাবিতে ১৪ জুলাই এস ইউ সি (কমিউনিস্ট)-এর কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা, জন্মেঞ্জয় মান্না, শংকর মালাকার প্রমুখ। অতি সত্বর সরকারি উদ্যোগে নির্মিত পানশিলা ফুলবাজার চালু, কোলাঘাট রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ, গ্রামীণ রাস্তাগুলিকে কংক্রিট করা, বরদাবাড়ে স্থায়ী ধান ক্রয়কেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, দুর্বাচটী নদীর উপর জশাড় ব্রীজ ও অ্যাপ্রোচ রোডের অবশিষ্টাংশ কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানানো হয়। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বিশ্ব বিপ্লবই শোষণমুক্তির একমাত্র পথ

গুয়াহাটির সভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো আসামেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এই উপলক্ষে দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটির রবীন্দ্রভবনে ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সভায় দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য নিচের বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতাটি তিনি অসমিয়া ভাষায় দেন। অনুবাদজনিত যে কোনও ত্রুটির দায়িত্ব আমাদের। — সম্পাদক, গণদাবী

(২)

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন শুধু সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনে সর্বনাশ নিয়ে আসেনি, সারা বিশ্বের শোষিত নির্যাতিত জনগণের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক সব দিক থেকেই বিশ্বের সব দেশই যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে পড়েছিল, সেই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী সুপার পাওয়ার আমেরিকার বিরুদ্ধে সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল একমাত্র ভরসার স্থল। অর্থনীতির দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ এ রকম সুন্দর আকর্ষণীয় একটি রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, যা শুধু নিজের দেশের মানুষকেই নয়, সারা বিশ্বের মানুষকেই আনন্দ দিয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে, সুখ দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। সেই মহান দেশটিই আধুনিক শোধনবাদের খপ্পরে পড়ে তার সমস্ত সৌন্দর্য এবং শক্তি হারিয়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবের মুখে পড়ে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল।

আর একটা কথা, যা সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের ভিতরে গভীর গৌরববোধ সঞ্চার করেছিল, সেটা হল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের থেকে বড় নয়। এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে খুবই আনন্দ দিয়েছিল। এই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে খুব দুর্বল করেছে ঠিক, কিন্তু এই পতনের কারণ সেদিন সেখানকার জনসাধারণ ধরতে পারেনি। যদিও ইতিমধ্যে তারা এ কথা বুঝতে শুরু করেছে। জনসাধারণ যখনই ধরতে পারল যে গরবাচেভ, ইয়েলৎসিন, পুতিনরা আসলে সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রতিবিপ্লবী শক্তি, তখন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার বিরুদ্ধে এখন রাশিয়ার মাটিতে আন্দোলন চলছে। মহান লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি বুকে নিয়ে ওখানকার জনগণ প্রতিদিন রাস্তায় বেরিয়ে আসছে। তারা স্লোগান দিচ্ছে— মহান লেনিন জিন্দাবাদ, মহান স্ট্যালিন জিন্দাবাদ, আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ফেরত চাই, আমাদের সমাজতন্ত্র ফেরত চাই। অন্য দিকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশে আন্দোলন, মিটিং-মিছিল কিছুই উল্লেখ করার মতো বিশেষ হত না, সেখানেও আওয়াজ উঠছে, সমাজতন্ত্র চাই, কমিউনিজম চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

এখন মার্কসবাদের বইপত্র ছাপা হচ্ছে। চিন দেশে সেখানকার পুঁজিবাদী শাসকরা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কমিউনিজম নামটি ব্যবহার করছে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। কিন্তু আসলে তারা চূড়ান্ত কমিউনিস্ট বিরোধী। চিন এখন পুরোপুরি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। তারা প্রথম দিকে মানুষের চিন্তাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির আশ্বাস দিয়েছিল। এখন চিন দেশেও পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে। চিনে ক্ষমতাসীন প্রতিবিপ্লবীরা মাও সে তুঙ-এর ছবি ব্যবহার করে নিজেদের কমিউনিস্ট হিসেবে দেখাতে চাইছে। কিন্তু এরাও কম্পিত। এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিনের জনগণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এবং তাকে তারা প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পুঁজিবাদী দেশে কোথাও গণতন্ত্র নেই

আজ সব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই মূল সমস্যা শোষণ। চাকরি-বাকরি কিছু নেই, কাজ করে, শ্রমশক্তি বিক্রি করে কোনওমতে বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও নেই— চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধি, চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা। সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কোথাও গণতন্ত্র নেই। যে গণতন্ত্র সম্পর্কে একটা সময় বলা হয়েছিল যে, শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রই সবচাইতে ভাল। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, গণতন্ত্র হচ্ছে 'ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল'। বুর্জোয়া শাসকরা জোর দিয়ে বলে, তাদের প্রবর্তন করা শাসনব্যবস্থা সর্বোত্তম। কারণ সেটা হচ্ছে সমস্ত জনগণের মুক্ত এবং স্বচ্ছ ভোটে নির্বাচিত ব্যবস্থা বা নির্বাচিত সরকার। এই ধরনের কথা তারা দিনরাত প্রচার করছে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? রাজনৈতিক সংকট কী রূপ নিয়ে আসছে? শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতে পার্লামেন্টের স্বরূপ কী? আগে বলা হত পার্লামেন্ট সার্বভৌম, পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয় জনসাধারণের ভোটে ৪-৫ বছরের মাথায়। নির্বাচনে জনগণ রায় দেয় শাসনে কাকে রাখবে এবং কাকে উচ্ছেদ করবে। বলা হত, এই হচ্ছে আদর্শ ব্যবস্থা। অতীতে এর প্রবক্তারা বলেছেন গণতন্ত্রে জনগণ সুপ্রিম। নির্দিষ্ট সময়ের পরে পরে নির্বাচন হবে, তোমরা ভোট দিয়ে শাসক নির্বাচন করবে, আর যদি কেউ ভাল কাজ না করে, সেই দলগুলোকে বর্জন করে তোমরা নতুন দলকে বেছে নেবে। এটাই ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শুরুর দিকের কথা। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হল না। যখনই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সংকটের ভিতরে ঢুকল, তখন থেকেই আরম্ভ হল সকল প্রকারের অবক্ষয়— সর্বপ্রকারের সংকট, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংকট পুঁজিবাদকে ঘিরে ধরল। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হতে হতে আজ এরকম একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এই সংকট এখন এ বেলা-ও বেলার সংকট। এই অবস্থায় আজ মানুষ ঠিক থাকতে পারছে না। বেঁচে থাকার কোনও উপায় না পেয়ে মানুষ কুকুর-বেড়ালের মতো মরছে। আমাদের দেশেও একই অবস্থা চলছে নিঃশব্দে নীরবে।

এই অবস্থায় গণতন্ত্র— যাকে বুর্জোয়ারা বলেছে তাদের গৌরব, অর্থাৎ নাগরিকরা ভোট দিয়ে সরকার গঠন করে, ফলে সেই সরকার জনগণের সরকার। সেই সরকার জনসাধারণকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত প্রকারের সুরক্ষা দেবে— সেই কথাগুলো আজ অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে। যে নির্বাচন নিয়ে তারা গর্ববোধ করেছিল তার অবস্থা কী পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। নির্বাচন তো ৪-৫ বছর পর পর হয়ে আসছে এবং তার মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন হয়ে আসছে। কখনও কখনও একটা দলের পরিবর্তে নতুন আর একটা দল জয়ী হচ্ছে। দেশে মোট জনসংখ্যার ৯০-৯৫ ভাগ মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে যতটুকু বিষয় সম্পত্তির অধিকারী ছিল, সেটুকুও ক্রমান্বয়ে হারিয়ে সর্বহারাতে পরিণত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত অসহায়তার মুখে পড়ে বেঘোরে মরছে।

আমাদের দেশই শুধু নয়, একই অবস্থা সারা বিশ্বের। সব পুঁজিবাদী দেশেই সাধারণ মানুষ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে ফুটপাতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই অবস্থা থেকে এমনকি তথাকথিত ধনীতম দেশ বলে খ্যাত আমেরিকাও বাদ নয়। একদিন এদের প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি ছিল, কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণের কবলে পড়ে এখন সেখানকার শোষিত জনসাধারণ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষে করছে বেঁচে থাকার জন্য। যত দিন যাচ্ছে এই অবস্থা তীব্র রূপ নেওয়ার কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ। ফলে এই মূল কারণটা আমাদের ধরতে হবে, যার ব্যাখ্যা একমাত্র মার্কসবাদ দিয়েছে। মার্কসবাদ হচ্ছে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। এই নির্ভুল বিজ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন। যার মাধ্যমে কেমন করে এই সমস্যার প্রতিকার হবে, সেটা আমরা খুঁজে পাই।

সব পুঁজিবাদী দেশেই সাধারণ মানুষ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে ফুটপাতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই অবস্থা থেকে এমনকি তথাকথিত ধনীতম দেশ বলে খ্যাত আমেরিকাও বাদ নয়। একদিন এদের প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি ছিল, কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণের কবলে পড়ে এখন সেখানকার শোষিত জনসাধারণ নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষে করছে বেঁচে থাকার জন্য। যত দিন যাচ্ছে এই অবস্থা তীব্র রূপ নেওয়ার কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ।

আজ যুদ্ধাস্ত্রই প্রধান ব্যবসা

সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সমস্যার প্রকৃতি মূলত একই। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ যেখানেই আছে, সেখানেই গভীর অর্থনৈতিক সংকট মারাত্মক রূপ নিয়েছে। এর থেকে বেরিয়ে আসার অন্য কোনও রাস্তা না পেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মিলিটারাইজেশন অফ ইকনমি বা অর্থনীতির যুদ্ধনির্ভর পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিশ্বযুদ্ধ না হলেও আঞ্চলিক যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। একটি দেশ অন্য একটি দেশকে আক্রমণ করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। সারা বিশ্বে যুদ্ধের পরিবেশ বহাল রাখার জন্য চেষ্টা করছে— এমনকি একটার পর আর একটা দেশে যুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরানে প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিয়েছে। যুদ্ধের পরিবেশ তারা প্রতিদিন সৃষ্টি করছে। আর এই সুযোগে তারা ক্রমাগত সামরিক খাতে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। অথচ এই টাকা তো জনসাধারণেরই টাকা। আজ নানা দেশে একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম তৈরির জন্য সরকারের সাহায্যে জনগণের টাকা বিনিয়োগ করছে। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা জনগণের টাকাই বিনিয়োগ করে তাদের উৎপাদন করা জিনিস কিনে নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা লাভের সুবিধা করে দিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের সহযোগী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এই ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে।

বর্তমান যুগে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উদঘাটন করেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

এই মারাত্মক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির আর একটা বিস্ফোরক দিক হল, আজ বিশ্ববাজারে পুঁজিপতি শ্রেণি মুখে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, গণতান্ত্রিক অধিকার— এই কথাগুলো আওড়ে ভোটসর্বস্ব রাজনীতির বাহ্যিক রূপ সাজিয়ে জঘন্য ফ্যাসিবাদী পথ অনুসরণ করছে। মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বপ্রথম আমাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ফ্যাসিবাদ মানেই যে সামরিক একনায়কত্ব তা নয়, তিনি বলেছেন— মুখ্যত ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য তিনটি। প্রথমটা হচ্ছে, একটি দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া। দ্বিতীয় হচ্ছে জনগণের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে রাষ্ট্রের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা এবং তৃতীয় হচ্ছে বিজ্ঞান এবং ধর্মের একটা বিচিত্র

সাতের পাতায় দেখুন

জন্মশতবর্ষের সূচনায় রাজ্যে রাজ্যে জনসমাবেশ

একের পাতার পর

আমি বুঝেছি। উনি যেন ভবিষ্যৎ বুঝতে পারতেন! এমন একটা দিনে আর একটু সুস্থ থাকলে তো স্ত্রীকেও সঙ্গে আনতাম।'

পূর্ব কর্মসূচির ঘোষণা অনুযায়ী বেলা ১১টায় উদ্বোধন। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ। উপস্থিত হলেন দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, বর্ষীয়ান পলিটবুরো সদস্য ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, সভাপতি কমরেড সত্যবান সহ কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটবুরোর অন্যান্য সদস্যরা। কমরেড প্রভাস ঘোষ রক্তপতাকা উত্তোলন, কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রদর্শনী উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। মাল্যদান করলেন দলের কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য নেতৃবৃন্দ। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা ফ্রন্টের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দও মাল্যদান করেন। কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী 'কমসোমল' কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করে।

ইতিমধ্যে সেজে উঠেছে হলের ভিতরের মঞ্চ। একে একে আসন গ্রহণ করেছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটবুরোর সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড সত্যবান, কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড স্বপন ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে শ্রীধর, কমরেড শঙ্কর ঘোষ, কমরেড অশোক সামন্ত, কমরেড দেবাশীষ রায়, কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী ও কমরেড প্রতাপ সামল। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সভা। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রেরিত বার্তা পাঠ করেন কমরেড কে শ্রীধর।

প্রধান বক্তা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য তাঁর আবেগমথিত আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার সাধারণ এক সৈনিক থেকে সর্বহারা শ্রেণির মহান নেতায় রূপান্তরিত হওয়ার অনন্যসাধারণ সংগ্রামের ইতিহাস, এসইউসিআই(সি) দল গঠনের ইতিহাস তুলে ধরেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সর্বহারা বিপ্লবের কর্মী হিসাবে আমাদের কাজ, এ যুগের এই মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়কের চিন্তাধারা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এবং বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার উপযোগিতা তুলে ধরা। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁরা সারা জীবনের অসাধারণ কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দেশে একটি যথার্থ সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে দিয়ে গিয়েছেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই দলের কর্মী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে তোলা। সেই লক্ষ্যে জনগণকে এমন সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে সচেতন জনগণ এলাকায় এলাকায় গড়ে তুলবেন তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক হাতিয়ার অসংখ্য গণকমিটি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা উল্লেখ করে কমরেড ভট্টাচার্য দেখান, যে বুর্জোয়া মানবতাবাদ একদিন মহান মনীষীদের জন্ম দিয়েছিল, আজ মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যুগে তা চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের জন্ম দিচ্ছে। তিনি বলেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থা যে আজ মানবসমাজের বিকাশের পথে প্রধান বাধা, জনগণের সামনে তা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীদের সর্বশক্তি দিয়ে ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলের কর্মী ও প্রতিটি নেতাকে প্রতিনিয়ত নিজেদের চরিত্র উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে জনসাধারণের সামনে তাঁরা উদাহরণ হিসাবে নিজেদের দাঁড় করাতে পারেন। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ আজ জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষা প্রতি মুহূর্তে আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছে। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর ব্যক্তিবাদমুক্ত ব্যক্তিত্ব সমস্ত রকমের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের প্রেরণা। উপস্থিত দর্শকদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও শিক্ষা জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে প্রয়োগ করার মাধ্যমে প্রকৃত কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রামে প্রতিনিয়ত আত্মনিয়োগ করার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, আগামী এক বছর ধরে আমরা এই মহান নেতার জীবন সংগ্রাম ও তাঁর অমূল্য শিক্ষাগুলি দেশ জুড়ে শোষিত মুক্তিকামী মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। তাঁরা যাতে এ দেশে বিপ্লবের যথার্থ নেতা হিসাবে তাঁকে চিনতে পারেন, তার জন্য অজস্র সভা, সেমিনার, দেওয়াল লিখন, প্রদর্শনীর আয়োজনও হবে। বছরের শেষে আগামী ৫ আগস্ট কলকাতায় সমাপ্তি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখবেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

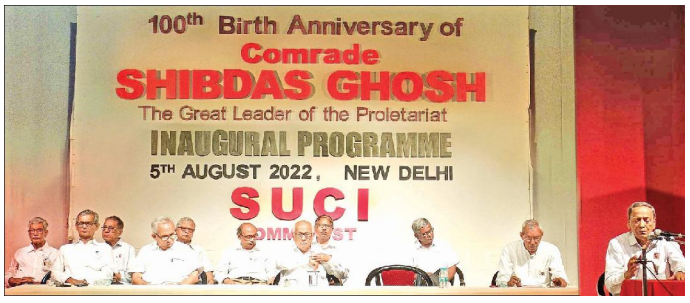

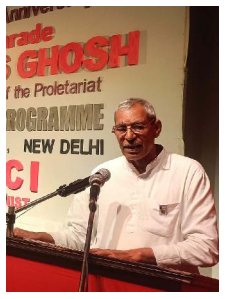

দিল্লির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ (ছবি বাঁ দিক থেকে) ● কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ ● মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও ভাষণরত কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ● সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড সত্যবান

সভাপতির ভাষণে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষাগুলি তুলে ধরেন। সম্প্রতি দিল্লি সীমান্তে এক বছর ধরে চলা কৃষক আন্দোলনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে দেশের কৃষকরা প্রাণ বাজি রেখে দৃঢ়পণ সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। লাগাতার আন্দোলনের চাপে তখনকার মতো নতি স্বীকারে বাধ্য হলেও কেন্দ্রের প্রতারক বিজেপি সরকার কৃষকদের দাবি পূরণের বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই অবস্থায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে দেশ জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী, সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলাই কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। শুধু কৃষি সমস্যাই নয়, দেশের সর্বত্র জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ যে সর্বাত্মক সংকট, তা থেকে মুক্তি পেতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার অনুশীলনই একমাত্র পথ। সেই পথে হেঁটে নতুন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে কমরেড সত্যবান তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। হলে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ গভীর মনোযোগে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

ছবি ঃ (বাঁ দিকে থেকে) ● দিল্লির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনসমাবেশের একাংশ ● কেরালার সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী ● কলকাতার সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

ছবি ঃ (বাঁ দিকে থেকে) ● কর্ণাটকের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ ● পাটনায় ভাষণরত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং ● ত্রিপুরার আগরতলায় সমাবেশ।

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বার্তা

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে-সব বার্তা এসেছে সেগুলি এখানে প্রকাশ করা হল

কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পালন সাম্যবাদী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করবে

কমরেড ই থাম্বাইয়া, সাধারণ সম্পাদক, সিলোন কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার

সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষে উদযাপনের সংবাদ আমাদের দল সিলোন (শ্রীলঙ্কা) কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টারের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। আমরা এর সাফল্য কামনা করি।

মানব সমাজের অগ্রগতির ধারা ও সঠিক চলনকে পথ দেখানোর মতো দর্শনের জন্ম দেওয়া ও অন্য দর্শনগুলিকে বিশ্লেষণের কাজে এই ভারতীয় উপমহাদেশ কখনওই বিশ্বের অন্য মহাদেশগুলির থেকে পিছিয়ে নেই।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ এবং তার বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন বিরাট অবদান রেখেছে। দুই দশকের বেশি সময় ধরে আমরা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই সূত্রে আমরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ এবং তার উপলব্ধির প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

কমরেডস, কমিউনিস্ট বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা এবং মার্ক্সবাদের বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের উত্তরাধিকার আপনারা বহন করছেন।

মার্ক্সবাদের বাস্তব প্রয়োগ এবং বিপ্লবী দলের মূল নীতির প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সে কারণেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পথনির্দেশ অনুসরণ করে মানব সমাজের মুক্তির প্রয়োজনে যাঁরা বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী নেতার জন্মশতবার্ষিকী পালন তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

কমরেড শিবদাস ঘোষের এই জন্মশতবর্ষ পালন ভারতে তথা এই অঞ্চলের সমস্ত দেশে সাম্যবাদী আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করবে, তার বিকাশ এবং অগ্রগতির পথে সহায়ক হবে। যা মানবসমাজের মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা এই শতবর্ষ উদযাপন কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে বিপ্লবী সাথীদের শুভেচ্ছা জানাই।

শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দল ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগণ্য শক্তি

পার্টি অফ কমিউনিস্ট ইউ এস এ (পি সি ইউ এস এ)

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী নেতা শিবদাস ঘোষের জন্মের শতবার্ষিকীতে পিসিইউএসএ-র পক্ষ থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে অভিনন্দন জানাই।

শিবদাস ঘোষ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ের নেতা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ভারতের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগণ্য শক্তি। এই শতবর্ষ উদযাপন কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন ধরনের সংগ্রাম শুরু করেছেন শিবদাস ঘোষ

কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান

এই উপমহাদেশ এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের সূচনা উপলক্ষ্যে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সিপিপি দৃঢ়ভাবে মনে করে এই উপমহাদেশে সাম্যবাদী আন্দোলন যে সংকট এবং সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মোকাবিলার উপযোগী রণকৌশল ও কর্মপ্রণালী স্থির করা আজ অত্যন্ত জরুরি।

পুঁজিবাদ আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তা মোকাবিলা করার পথ দেখাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের চর্চা। যে সমস্ত চিন্তানায়ক তাঁদের মূল্যবান চিন্তার সাহায্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী, দেশিয় বুর্জোয়া প্রভুদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির লড়াইকে ক্ষুরধার ও শক্তিশালী করেছেন, তাঁদের শিক্ষা আমাদের অনুসরণ করতে হবে। ... ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের ভূমিকাকে কখনও মুছে দেওয়া যাবে না। শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অনন্য সংগ্রামকে ভুলে যাওয়া তো চলেই না, বরং বৃহত্তর কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সংগ্রামকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন সে পথে তাঁরই শিক্ষা ও চিন্তাকে বহন করে এস ইউ সি আই (সি) এগিয়ে চলেছে। এই লড়াই সফল হবেই। সমাজতন্ত্রকে রুখতে পুঁজিবাদ অজ্ঞানতা, সাম্প্রদায়িকতা, পশ্চাতপদতা, শোষণ, নিপীড়ন, জুলুমের শক্তিকে একজোট করেছে। একে পরাস্ত করে ভারতের জনগণ একদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূর্যোদয় দেখবেই তা নিশ্চিত।

মার্ক্সবাদের অন্যতম অথরিটি শিবদাস ঘোষ

মাসুদ রানা, সমন্বয়ক, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী ফোরাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী)

এ যুগের অন্যতম অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আপনাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে বহন করে এনেছিলেন বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র মহান বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার প্রবল আকর্ষণে সমাজের সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ বিশেষত তরুণ-তরুণী তাঁদের ঘর, পরিবার ছেড়ে বিপ্লবের রাস্তায় এগিয়ে এসেছেন।

আমাদের দেশের মাটিতে একটা সঠিক কমিউনিস্ট বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার কঠোর কঠিন সংগ্রামে আমরা বর্তমানে নিয়োজিত। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ-এর পরবর্তীতে কমরেড শিবদাস ঘোষকে আমাদের দল মার্ক্সবাদের অন্যতম অথরিটি হিসাবে গণ্য করে। আমরা বিশ্বাস করি কমরেড শিবদাস ঘোষের এই জন্মশতবর্ষে তাঁর চিন্তার আলোয় বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত জনগণের মুক্তির রাস্তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠান রাজ্য জুড়ে

৫ আগস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের সূচনা উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য অনুষ্ঠান হয় । ৯টি শহরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ ওপরে বাঁ দিক থেকে ● শিলিগুড়ির সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা ● বহরমপুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডল ● মেদিনীপুরে জনসমাবেশের একাংশ। বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী ● জয়নগরের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত

পাঠকের মতামত

দ্রোহকাল

গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হোর্ডিং টাঙিয়ে উত্তরপ্রদেশের যোগী প্রশাসনের হাতে গ্রেফতার হলেন একদল শ্রমিক। কী ছিল সেই হোর্ডিংয়ে? ছিল রান্নার গ্যাসের দাম এগারোশো টাকা করার প্রতিবাদ। তাতে লেখা ছিল, মোদি চুক্তি-চাকরির মাধ্যমে যুবকদের স্বপ্নকে হত্যা করছেন। অতি তৎপর পুলিশ এখন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই হোর্ডিংয়ের বরাত যে দিয়েছিল তাকে। অবশ্য তারা রাজ্যের নারী ধর্ষণকারীদের খুঁজে সময় নষ্ট করছে না!

অন্য দিকে, শিব এবং দুর্গা সেজে আসামের গুয়াহাটিতে বাইক চালাচ্ছিলেন দু-জন শিল্পী। রাস্তায় বাইক থামিয়ে তাঁরা একটি পথনাটিকা অনুষ্ঠিত করেন। সেই পথনাটিকার বিষয় ছিল, জ্বালানির দাম বৃদ্ধির জন্য তাদের আর বাইক চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ওই পথনাটিকার ভিডিও ফুটেজ দেখেই বিজেপি সরকারের পুলিশের রাষ্ট্রপ্রেম এবং ধর্মবোধ এত জোর জেগে ওঠে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে শিল্পীরা গ্রেফতার হন।

এই ঘটনা দুটো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বর্তমানের অসহিষ্ণু রাষ্ট্রকে। যে রাষ্ট্র প্রতিবাদের ভাষাটুকু কেড়ে নিতে চায়। এই রাষ্ট্রের পুলিশ নারী ধর্ষণ, খুনের, জালিয়াতির কিনারা করে না। অন্য দিকে, একটা প্রতিবাদী হোর্ডিং কিংবা নাটক তাদের ঘুম কেড়ে নেয়। যে কোনও ধরনের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর গায়ে লাগিয়ে দেয় দেশদ্রোহী তকমা। শিল্পীর স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, প্রতিবাদের স্বাধীনতাহীন এ দেশে গণতন্ত্র কথাটি সোনার পাথরবাটি নয় কি?

অনুপম ভট্টাচার্য
সল্টলেক

নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ

এসএসসি-টেট দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ ও উৎসশ্রী পোর্টালের সরলীকরণের দাবিতে এবং বিদ্যালয় সংসদের অভ্যন্তরে স্বজনপোষণের প্রতিবাদে ৫ আগস্ট বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক আনন্দ হান্ডা সহ জেলা নেতৃবৃন্দ। সংসদের চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দিয়ে জানানো হয়, অবিলম্বে দাবিগুলি পূরণ না হলে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি-দলবাজি-স্বজনপোষণ বন্ধ, সমস্ত টেট ও এসএসসি উত্তীর্ণদের চাকরি প্রদান, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যদ্রব্যের উপর চাপানো জিএসটি বাতিলের দাবিতে এআইইউটিইউসি সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ৩ আগস্ট কলকাতায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল।

এবার ব্যাঙ্কেও 'অগ্নিপথ'

অগ্নিপথের ধাঁচে সেনাবাহিনীতে কর্মী নিয়োগের মতো ব্যাঙ্কেও নতুন শ্রম বিধি (লেবার কোড) প্রদর্শিত ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ শুরু হয়েছে। এখনও এর কিছু নামকরণ হয়নি। এটা বুঝিবা 'অর্থপথ' হিসেবেই চিহ্নিত হবে। বর্তমানে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সাধারণ ও উচ্চপদস্থ কিছু অফিসার পদে দুই থেকে সাত বছর মেয়াদের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ শুরু হয়ে গিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য ব্যাঙ্কেও এ জিনিস চালু হয়ে যাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী বয়স নির্ধারিত হয়েছে ন্যূনতম ২২ থেকে ৪৫ বছর। চুক্তিতে চাকরির মেয়াদ এবং সেই ক'বছরের বেতন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। থোক বেতন ছাড়া সাধারণভাবে কোনও আর্থিক সুবিধা থাকছে না এ ক্ষেত্রে। কাউকে বিশেষ কাজের জন্য বাইরে পাঠাতে হলে দেওয়া হচ্ছে যাতায়াতের ভাড়া এবং নির্দিষ্ট হারে ভাতা। পেনশন বা গ্র্যাচুইটির মতো অবসরকালীন সুবিধা এখানে নেই। চুক্তি শেষ হওয়ার পরে তা নবীকরণ হবে কিনা তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। নবীকরণ নির্ভর করবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উপর। পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রাহক পরিষেবা যে দুর্বল হবে তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর ফলে সরকার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে সুযোগ করে দিচ্ছে যাতে এরকম চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করে কম টাকায় উপযুক্ত শিক্ষিত বেকার যুবকদের থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া যায়। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়ম-বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা কর্মী, পিওন, হাউস কিপিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ চলছে অবাধে, প্রায় সমস্ত ব্যাঙ্কে। তারই পথ বেয়ে এবার ঊর্ধ্বতন কর্মী-অফিসারদের ক্ষেত্রেও এ জিনিস চালু হয়ে গেল। এর ফলে শুধু কম বেতনে কাজ করিয়ে নেওয়া নয়, পেনশন-গ্র্যাচুইটির মতো কর্মচারীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দায় থেকেও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ রেহাই পেল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বদান্যতায়। এভাবেই ব্যাঙ্কের খরচ কমিয়ে অধিক মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে লাভজনক ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে ব্যক্তিমালিকদের হাতেই তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে।

স্থায়ী কাজে স্থায়ী নিয়োগ না হলে কর্মী-অফিসারদের সংগঠনগুলিও ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকবে। কেননা চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীরা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আবার ওই কাজে বহাল থাকার কথা মাথায় রেখে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে, কোনও ইউনিয়নে ঢোকার কথা ভাববে না। এখানেও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বা সরকার যা খুশি করার সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারবে।

অন্যদিকে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হবে তখন তাদের বয়স বাড়বে। দেশে বেকার সমস্যা যেভাবে দুরন্ত গতিতে বাড়ছে তাতে ওই কাজে পুনরায় নিয়োগ না হলে নতুন কাজ খুঁজে নেওয়া তাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অথচ সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ব্যাঙ্কে ৪১ হাজারের বেশি শূন্যপদ রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্কে কোনওরকম নিয়োগ হয়নি। তা সত্ত্বেও এ জাতীয় নিয়োগ অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্যে। ব্যাঙ্কের খরচ কমিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে বিক্রয়যোগ্য করার পাশাপাশি সরকারের আরও একদিকে চোখ রয়েছে, যেখানে দু'বছর থেকে সাত বছর কাজ করা কর্মীদের দেখিয়ে সরকার বলতে পারবে— দেখো, বেকার সমস্যা সমাধানে সরকার কত সফলতা অর্জন করেছে।

ভোট রাজনীতির ময়দানে শাসক দলের কাছে তার উপযোগিতা থাকলেও, শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রতি এ এক অন্যায় ও অমানবিক আচরণ।

'আমাকে গুলি করে মারা যাবে, কিন্তু কেনা যাবে না'

একের পাতার পর

না মেনে নিলাম।

তর্কের মধ্যে না গিয়ে একেবারে সোজা মেনে নিলাম, হ্যাঁ কিছু হবে না তো বুঝলাম, কিছু করতে পারব না। তাহলে, কী করতে হবে বলুন। গোলামি করব? দালালি করতে হবে? বিবেক বিক্রি করতে হবে? যা বুঝেছি তা না করে অন্যরকম আচরণ করতে হবে? আমি পারব না। আমার কথা ছিল, তোমরা যারা পারবে তারা আমার সঙ্গে থাকো, আর যারা পারবে না সরে পড়। বিকজ ইফ আই ডাই স্টার্ভিং ইন দ্য স্ট্রিট, আই স্যাল ডাই উইথ অনার রেইজিং মাই হেড হাই। আমি যেদিন রাস্তায় না খেয়ে মরব, সেদিনও আমি যেকোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারব। যে কোনও অন্যায়কারী মানুষের গালে দরকার হলে চড় বসিয়ে দিতে পারব, আমার হাত কাঁপবে না। কারণ আমাকে গুলি করে মারা যাবে, কিন্তু আমাকে কেনা যাবে না। হোয়াট এলস ক্যান আই ডু? আমি তো দালালি করতে পারব না। আমার এত সব বুঝেই তো বিপদ হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরমার কোনই অসুবিধা ছিল না। আমার বাবারও কোনও অসুবিধা ছিল না, মারও অসুবিধা ছিল না। কারণ তারা ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতির বিয়ে দিয়েছে, ঘর সংসার করেছে, পুজোআচ্চা করেছে, কালীবাড়ি গিয়েছে, সেখানে বারবার মাথা ঠুকে প্রণাম করেছে, বাবা সর্বসময় ভাবছেন, এই বুঝি স্বর্গের রথ সুর সুর করে নেমে এল এবং তিনি স্বর্গে গিয়ে আমাদের জন্য বসে থাকবেন। এ তাঁর পক্ষে কত সুবিধে।

কিন্তু আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমি বুঝে ফেলেছি মানুষ কথাটার মানে কী! মানুষের মূল্যবোধ কী! সত্যিকারের মর্যাদা কী! আর এই দেশে জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে সেই মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য কী! আমি তো জেনেছি যে, ভারতবর্ষের এই সমাজটার পরিবর্তন না হলে আমরা কেউ বাঁচব না। আমি বাঁচব না, আমার বিবেক বাঁচবে না, নীতিনৈতিকতা বাঁচবে না, সংস্কৃতি বাঁচবে না, চরিত্র বাঁচবে না, কোনও কিছু বাঁচবে না। আমি যদি একটা সুখের সংসার গড়বার চেষ্টা করি সেই পরিবারের ভিতরেই দুষ্টশক্তি ঢুকে আমার স্নেহের সন্তানটিকে নষ্ট করে দেবে। সেটি কোনও ফিল্ম স্টারের চ্যালা হবে, নাকি ওয়াগন ব্রেকারের দলে নাম লেখাবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। সেটি কী করবে না করবে কেউ বলতে পারবে না। প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যাকে গড়ে তুলবো সে বিট্রে করে চলে যাবে। সে পয়সার জন্য কোনও কিছু পরোয়া করবে না।

আজকের সমাজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে যদি ভালবাসাকে বাঁচাতে হয়, নীতিনৈতিকতাকে বাঁচাতে হয়, স্নেহপ্রীতিকে বাঁচাতে হয়, দায়িত্ববোধকে ও কর্তব্যবোধকে বাঁচাতে হয়, মানুষকে বড় করতে হয়, নিজেকেও যদি বড় হতে হয়, আমার স্নেহের পাত্রপাত্রীগুলিকে যদি বড় করে গড়ে তুলতে হয় তাদের রাস্তা খুলে দিতে হবে। আর লড়াই করা ছাড়া এর আর কোনও দ্বিতীয় রাস্তা নেই। এটা আমি বুঝে ফেলেছি। আমি কেন এরকম বুঝলাম তা নিয়ে রাগ করব কার ওপর? আমি কি নিজের চুল ছিঁড়ব যে এরকম বুঝলাম কেন? এ নিয়ে তো কারও সাথে আরগুমেন্ট করা যায় না যে, তুমি বোঝোনি, আমি বুঝলাম কেন? আর বুঝলাম বলেই তো আমার বিপদ হয়ে গিয়েছে। এখন আমার সামনে দুটি রাস্তা খোলা আছে। হয় নিজেকে অধঃপতিত করা, নিজের বিবেক বিক্রি করা; আর না হয়, লড়াই করা। এই লড়াইয়ে আমি জিতব কি হারব, সে ইতিহাস বলবে। কিন্তু আমি যা সত্য বলে মনে করি, ভারতবর্ষে নতুন করে একটা বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে না পারলে মানুষের মুক্তি আসবে না, তা সে হাজার মানুষ কোরবানি করুক, লক্ষ লক্ষ ছেলে রক্ত ঢেলে দিক, সব বিপথে চলে যাবে। তাই যথার্থ বিপ্লবী দল চাই, যথার্থ আদর্শ চাই।"

('বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়' পুস্তক থেকে)

কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের ভাষণ

তিনের পাতার পর

ফিউশন বা সংমিশ্রণ ঘটানো। মহান লেনিন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং তাকে অবলম্বন করে মহান চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণু যুগে পুঁজিবাদ সব দেশেই বাইরে বুর্জোয়া সংসদীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রেখেই ক্রমে ফ্যাসিবাদী রূপ পরিগ্রহ করে এবং তার মাধ্যমে জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলো কেড়ে নিয়ে আরও তীব্রভাবে তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে শোষণ করছে। সর্বহারার মহান নেতা, কমরেড স্ট্যালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্বের ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী অর্থনীতির যতটুকু আপেক্ষিক স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেটুকুও স্থায়ী হল না। বিশ্ব পুঁজিবাদের তৃতীয় তীব্র সাধারণ সংকট এখন তাকে ঘিরে ধরেছে। পুঁজিবাদী সংকটের মাত্রা মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। তীব্র বাজার সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, তীব্র বেকার সমস্যা, মারাত্মক ধরনের মন্দা, ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদি সমস্ত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে ঘিরে ধরেছে। উপনিবেশিক দেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পর এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে, তার হুঁশিয়ারি মহান কার্ল মার্ক্সই দিয়ে গেছেন। তারপর মহান লেনিন তা আরও প্রাঞ্জলভাবে দেখিয়েছেন। তাঁদের এই হুঁশিয়ারি কত সঠিক ছিল, অভ্রান্ত ছিল— আজকের অবস্থা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

নির্বাচনের মোহে ফাঁসলে সর্বনাশ

যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দুশো বছর শাসন করেছে, শোষণ করেছে, সে আজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। এই হচ্ছে বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা। মহান মার্ক্স-এঙ্গেলস এবং পরে মহান লেনিন পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ যেখানে থাকবে- মানুষের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়ে যাবে। মহান মার্কস যা বলেছিলেন আজ সেরকমই হচ্ছে। তাঁর দেখানো সিদ্ধান্তগুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে না পারলে শোষিত মানুষের বেঁচে থাকার কোনও পথই আজ আর নেই। পুঁজিবাদের শোষণ-শাসনকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্য স্থির না করলে কোনও আন্দোলনই শ্রমিক শ্রেণির জন্যে কিছু এনে দিতে পারবে না। কিন্তু ধুরন্ধর পুঁজিপতি শ্রেণি শোষিত জনসাধারণকে নির্বাচনের মোহে অবিষ্ট করে রেখেছে। তারা দিবারাত্র প্রচার করছে যে নির্বাচনের মাধ্যমেই জনসাধারণের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আপনারা জানেন সংসদীয় গণতন্ত্র, নির্বাচন এই ধ্যান-ধারণাগুলো এসেছে ইউরোপ থেকে। কিন্তু আজ সেই ইউরোপে নির্বাচনের নামে কী চলছে? সেখানেও নির্বাচন চূড়ান্ত প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। লক্ষ করবেন সে দেশগুলোতে যখনই অত্যাচার অবিচার সহ্য করতে না পেরে জনসাধারণ বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে, তখনই পুঁজিবাদী শাসকরা তাদের তাঁবেদার একটা দলকে বিকল্প বলে খাড়া করে আবার আরও একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। এভাবে তারা জনগণের আন্দোলনকে বিপথগামী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনে এক দলের বদলে অন্য দলের নতুন যে সরকার গঠিত হয়, সেই পুঁজিবাদী সরকারও জনগণের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়। যখন তার বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, তখন পুঁজিবাদী শ্রেণি আবার একটা নির্বাচনের প্রহসন করে জনগণের যে বিক্ষোভ বারুদের মতো ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে। এই ভাবেই তারা তাদের স্বার্থরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। ক্ষমতায় বহাল থাকার জন্য দিনরাত তারা এ রকমই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে নির্বাচন হচ্ছে, একটা প্যানাসিয়া (সর্বরোগ নিবারক ওষুধ)।

কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে, একটা নির্বাচন একটা দলকে ক্ষমতায় বসায়, আবার পরের বার তাকে বাদ দেওয়া হয় কেন? পৃথিবীর সব প্রকৃত বিপ্লবীরা দৃঢ়তার সাথে বলেছে যে বুর্জোয়া শ্রেণির আয়োজিত নির্বাচন হচ্ছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণির হাতিয়ার। মহান লেনিন বলেছেন, ৪-৫ বছর অন্তর অন্তর বুর্জোয়া শ্রেণি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে তার মর্মার্থ হচ্ছে, সেই ৪-৫ বছর জনসাধারণকে কে শোষণ-শাসন করবে, তা বেছে নেওয়া। তা হলে কী করতে হবে? এর সমাধান মহান কার্ল মার্কস প্রায় দুশো বছর আগে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, এই বুর্জোয়া নির্বাচনের মোহ থেকে শোষিত জনগণকে মুক্ত করতে হবে। এই নির্বাচন জনগণকে কোনও কিছু দেবে না, বরং তাদের যেটুকু সম্পদ অবশিষ্ট আছে সেটুকুও কেড়ে নিয়ে যাবে, জনগণকে সর্বহারায় পরিণত করবে।

দেখতে অনেকগুলো দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত বিপ্লবী দলের বাইরে বাকি সব দলই হচ্ছে জনগণকে টুঁটি চেপে মারার দল। তা হলে এই নির্বাচন তো আসলে টুঁটি চেপে মারার কোনও একটি দলকে বেছে নেওয়া। আমাদের দেশ সহ সব পুঁজিবাদী দেশেই সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের সৃষ্টি করা দলগুলোকে টাকা-পয়সা, প্রচার দিয়ে জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। বলছে— তোমরা ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে থাকো, যে কোনওভাবে হোক না কেন, গরিব মানুষের বন্ধু সাজো এবং তাদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাও। রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ ইত্যাদি সমস্ত প্রচারযন্ত্র আমাদের হাতে। তোমাদের জেতানোর জন্য সব প্রচারযন্ত্রকে আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করব।

নির্বাচনে কে জিতবে তা বুর্জোয়ারাই ঠিক করে

মহান লেনিন বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা এবং কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, বিপ্লবী আন্দোলন যারা গড়ে তুলবে, তারা যেন মনে রাখে, যে পুঁজিবাদকে তারা উচ্ছেদ করতে চায়, সেই পুঁজিপতি শ্রেণি কিন্তু বিরাট এক প্রচারযন্ত্রের মালিক হয়ে বসে আছে। শোষিত জনসাধারণের চেতনার মান যথেষ্ট উন্নত না হলে তার সুযোগ নিয়ে তাদের এই প্রচারযন্ত্র ইচ্ছা করলে সাময়িকভাবে হলেও দিনকে রাত, আর রাতকে দিন করতে পারে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, বিপ্লবী জনগণ কোনও ভাবেই যেন এটা ভুলে না যায়। সুতরাং বিপ্লব করতে হলে শ্রমিক শ্রেণির বিকল্প প্রচার যন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেছিলেন— এ কমিউনিস্ট মাস্ট বি এ গুড প্রপাগান্ডিস্ট।

এই পুঁজিপতিরা রাজনৈতিক দলগুলোকে টাকা-পয়সা দিয়ে, প্রচার দিয়ে বলছে—তোমরা জনসাধারণের সামনে গিয়ে একজন অন্যজনকে অল্প-স্বল্প গালি-গালাজ করবে, প্রয়োজন হলে এখানে-সেখানে অল্প-স্বল্প মারামারি করবে। জনগণকে বিভ্রান্ত করবে। কাগজে পড়েছিলাম যে, আজ থেকে ২০ বছর আগে ইংল্যান্ডের একটা নির্বাচনে হেরে যাওয়া একটা পার্টির নেতা বলেছিল, মিডিয়া অর্থাৎ প্রচারমাধ্যমের মালিক পুঁজিপতিরা, তাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই তাদের হারতে হয়েছে। তারপর সেই মিডিয়া মালিকরা, তাদের শাসিয়ে বলল, বেশি কথা বলবে না, তোমাদের ক্ষমতায় এনেছিলাম আমরাই আবার তোমাদের সরিয়ে দিলাম আমরাই। তা হলে সমস্ত দিক থেকে চিন্তা করে দেখুন, নির্বাচনের নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে কে?

আগে ছিল ব্যালট বক্স, নির্বাচনে রিগিং করতে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে ছাপ দিয়ে ব্যালট-বাক্স ভরিয়ে দিয়ে রিগিং করা হত, তার প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাওয়ার ফলে, বুর্জোয়া শাসকরা এখন ইভিএম নিয়ে এসেছে। তারা বলল, এবার আর রিগিং করা যাবে না। কিন্তু, বাস্তব সত্যটা হল এই ইভিএমের সাহায্যে এখন রিগিং করাটা যেন আরও সহজ হয়ে হয়ে গেছে। এখন ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশনের নাম-গন্ধ নেই। নির্বাচনের নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে পুঁজিপতিদের টাকা, পুলিস-গুন্ডা বাহিনীর পেশিশক্তি এবং শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র। নির্বাচন পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে একটা খেলা হয়ে গেছে। পুঁজিপতিরা তাদের কালো টাকা তাদের অতি বিশ্বস্ত দলগুলোর হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। এই টাকায় বুর্জোয়া দলগুলো হতদরিদ্র জনগণের ভোট কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এখন আবার টাকার সাথে যুক্ত হয়ে আছে অন্য ধরনের রিগিং। আজকাল পোলিং সেন্টারে যে সব পুলিশ এবং সরকারি-কর্মচারী ডিউটিতে থাকেন, তাদের টাকায় কিনে নিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করে রেখে বাইরের গুন্ডা দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে বেছে নেওয়া ভোট কেন্দ্রের নির্দিষ্ট বুথগুলির সমস্ত ভোট ইভিএমের সুইচ টিপে বুর্জোয়া দলগুলোর পক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আবার ভোটারদের ভয় দেখিয়ে বলা হয়— আপনারা বুথের ভিতর যেতে পারবেন না, গেলে বিপদ হবে। তবুও কেউ ভিতরে গেলে অফিসাররা বলে দিচ্ছে আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। সব রাজ্যে এ সব দিন দিন বাড়ছে। জনগণের চিন্তা-চেতনার মান আপেক্ষিক অর্থে উন্নত না হওয়ার জন্য ইউরোপ, আমেরিকার মতো পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও এই ধরনের লজ্জাজনক রিগিং, কারচুপি এতটা ব্যাপক না হলেও হচ্ছে। সেখানেও কিন্তু ভোট আজ আর ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নয়। সেখানেও জাল ভোট শুরু হয়েছে। এখন তো, পশ্চিমের দেশগুলোতে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে রিগিং শুরু হয়েছে।

একদিকে উন্নত প্রযুক্তি ইভিএম-এর সহায়তা নিয়ে ভোটের ফলাফল নিয়ন্ত্রণের কাজ আরম্ভ হয়েছে, আর অপর দিকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেই দেশগুলোর একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাদের অনুগত সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলোকেই 'প্রগতিশীল', 'উদারনৈতিক', বলে উপস্থাপনা করে ঢালাও টাকা দিচ্ছে। এই টাকা দেওয়ার ঘটনা আজ আর লুকিয়ে রাখার মতো ঘটনা নয়। এ সব প্রকাশ্যেই হচ্ছে, এমনকি পত্রিকাতেও সেই সব সংবাদ ছাপা হচ্ছে। আমাদের দেশেও পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের নির্দেশ মেনে চলা বড় বড় দলগুলোকে, এমনকি বামপন্থী নামধারী দলগুলো যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে, তাদের ঢালাও টাকা দিচ্ছে। এইসব সংবাদ টিভি, পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। এই ঘটনাগুলো নিঃসংশয়ে আর একবার প্রমাণ করছে সেই সত্যটা—যাদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকে, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের হাতে—অর্থাৎ শাসক-পুঁজিপতিদের হাতেই থাকে। অর্থাৎ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে তাদের ভৃত্য, বুর্জোয়ারা যেমন করে চালায় সেই দলগুলো তেমন করেই চলে।

লেনিন বলেছেন, ৪-৫ বছর অন্তর অন্তর বুর্জোয়া শ্রেণি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে তার মর্মার্থ হচ্ছে, সেই ৪-৫ বছর জনসাধারণকে কে শোষণ-শাসন করবে, তা বেছে নেওয়া। ...(মার্ক্স) বলেছেন, এই বুর্জোয়া নির্বাচনের মোহ থেকে শোষিত জনগণকে মুক্ত করতে হবে। এই নির্বাচন জনগণকে কোনও কিছু দেবে না, বরং তাদের যেটুকু সম্পদ অবশিষ্ট আছে সেটুকুও কেড়ে নিয়ে যাবে, জনগণকে সর্বহারায় পরিণত করবে।

এই যে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের পরিবর্তে বিজেপি এল, জনসাধারণের এত ক্ষোভ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে পুঁজিপতি শ্রেণি বুঝল যে, কোনও দিক দিয়েই কংগ্রেসকে আর সামনে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সেই অবস্থাতেই তারা টাকা-পয়সা দিয়ে, প্রচার দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এল। একইভাবে যদি কোনও দিন বিজেপিকে দিয়ে না চলে, তা হলে আবার কংগ্রেস বা এই যে বিভিন্ন দল গড়ে উঠছে, এইগুলোর কোনও একটাকে বা কয়েকটি দলকে তারা কোনও না কোনও উপায়ে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। 'আপ' নামের দল, বুর্জোয়াদের সাহায্যে সামনে এসেছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, এই বুর্জোয়া দলগুলি একে অন্যকে গালি দিচ্ছে, তীব্র কটু কথা বলছে। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবেন তাদের মধ্যে আবার গোপন বোঝাপড়াও রয়েছে। কারণ এটা তারা সকলেই বোঝেন যে, তাদের সবার মালিক এক।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির বিক্ষোভ

বিদ্যুৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী এবং দেশের বিদ্যুৎগ্রাহকদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিদ্যুৎশিল্পের সার্বিক বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে ৮ আগস্ট বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল-২০২২ সংসদে পেশ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই দানবীয় বিলের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর ডাকে এ দিনই দেশ জুড়ে কালা দিবস পালিত হয়। প্রতিটি রাজ্যের জনবহুল এলাকাগুলিতে বিলের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সামিল হন বিপুল সংখ্যায় সাধারণ মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার নেতৃত্বে এ দিন রাজ্যের সমস্ত জেলার ৩২টি জনবহুল এলাকায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তি মোড়ে বিলের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা। উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, সভাপতি অনুকূল ভদ্র সহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত মজুরি দাবি

২০১৯ সালের পর হোসিয়ারি শিল্পে মজুরি বাড়েনি। সরকার দৈনিক ৩৯১ টাকা মজুরির ঘোষণা করলেও তা কার্যকর হয়নি। ১ আগস্ট মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়। শ্রমিকদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান, প্রভিডেন্ট ফান্ড-ইএসআই কার্যকর করা প্রভৃতি দাবিও তোলা হয়। রেট বৃদ্ধি করা সহ শ্রমিকদের অন্য দাবিগুলি পূরণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে ইউনিয়ন ঘোষণা করে।

‘যাঁরা দাবি করছেন তৃণমূল সোনার বাংলা করবে তাঁরা ভ্রান্ত’

“...তৃণমূল সরকারে এলে সোনার বাংলা করবে, এ যদি কেউ দাবি করে, আমরা বলব তা ভ্রান্ত। চাইলে বড় জোর সরকারের কিছু দুর্নীতি তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, পুলিশে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আনতে পারবে। যদি তাঁরা চান, রেশনে গণবণ্টনে কিছু দুর্নীতি বন্ধ করতে পারবেন। আর শ্রমিকদের আন্দোলন, চাষিদের আন্দোলন যেমন করে কংগ্রেস দমন করত, যেমন করে সিপিএম নৃশংসভাবে দমন করছে, তৃণমূল যদি চায়, এ ক্ষেত্রেও তাদের সরকার, পুলিশের দমনমূলক, আক্রমণাত্মক ভূমিকাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিপতি শ্রেণির চাপ, কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ থাকবে, এই চাপের মধ্যে তারা কতটা কী ভূমিকা নেবেন, আগামী দিনের ইতিহাস তা বলবে। যদিও এ ব্যাপারে আমরা বেশি আশাবাদী নই। কারণ বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির চৌহদ্দির বাইরে শ্রেণিগতভাবে তারাও যেতে পারে না” (গণদাবী, ৬২ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা)।

তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার এক বছর আগে ২০১০ সালের ২৪ এপ্রিল শহিদ মিনার ময়দানে প্রকাশ্য সভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এ কথা বলেছিলেন। আজ তৃণমূলের ১১ বছরের শাসনে কী দেখছেন রাজ্যের মানুষ? মানুষ দেখছেন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ দূরে থাক, এই দলটি আদ্যোপান্ত দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রেখে যতটা জনস্বার্থে কাজ করতে পারত, সেটাও করেনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা প্রয়োগের ভিত্তিতেই সেদিন আসন্ন পরিস্থিতির এই সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছিল এসইউসিআই(সি)।

স্থায়ী চাকরির ধারণাই বিলোপ করছে বিজেপি সরকার

এ আই ইউ টি ইউ সি

এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অগ্নিপথ স্কিমে অস্থায়ী নিয়োগ থেকে উৎসাহিত হয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও ২ থেকে ৭ বছরের মেয়াদে নিয়োগ করার দিকে যাচ্ছে বলে সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে। পেনশন গ্র্যাচুইটির মতো সামাজিক সুরক্ষা দূরের কথা, অতি সামান্য ফিক্সড বেতনে এদের কাজ করতে হবে। চুক্তির নবীকরণ পুরোপুরি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর নির্ভর করবে। ৪০ বছর বয়সেই এঁরা কর্মহীন হবেন। যদিও সংসদে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ব্যাঙ্কে ৪১ হাজার পোস্ট খালি পড়ে আছে, সাম্প্রতিক কালে কোনও নিয়োগও হয়নি। এই আশঙ্কা অমূলক নয় যে এই সমস্ত পদগুলি ‘ফিক্সড টার্ম’ চাকরি হিসাবে অস্থায়ী ভিত্তিতেই পূরণ করা হবে। স্থায়ী চাকরির ধারণাকে কার্যত বিদায় জানানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

এআইইউটইউসি ব্যাঙ্ক শিল্পে শ্রমিকবিরোধী এই মারাত্মক পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, কেন্দ্রীয় সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন।

দুর্নীতিবাজদের শাস্তি চাই

একের পাতার পর

সরকারের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে গণজাগরণ ঘটেছিল, তার অভিঘাতে ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকার উল্টে গেলেও দুর্নীতি দূর হয়নি। বরং পরবর্তী সময়ে তা আরও বৃহত্তর রূপে এসেছে। ২০১১ সালে আন্না হাজারের নেতৃত্বে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হলেও এবং ২০১৪ সালে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটলেও দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। সে তার ডালপালা আরও মেলেছে এবং এটাও ঘটনা যে, স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে যে দল ক্ষমতায় এসেছে প্রত্যেকেই কম-বেশি দুর্নীতিতে হাত পাকিয়েছে। স্বভাবতই যারা গভীরে ভাবছেন, তাদের প্রশ্ন— এই দুর্নীতির উৎস কী? একে দূর করার প্রক্রিয়াই বা কী? ভোটের মাধ্যমে সরকার পাল্টানোর দ্বারা যে দুর্নীতি রোধ হতে পারে না, প্রধানমন্ত্রী নেহেরু থেকে শুরু করে বর্তমান মোদি সরকার এবং রাজ্যে সিপিএম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস, প্রত্যেকের দুর্নীতি তার জীবন্ত প্রমাণ। তাহলে কোন পথে হতে পারে দুর্নীতির অবসান?

অনেকে মনে করেন, মানব সমাজে দুর্নীতি চিরকালই ছিল এবং থাকবে, এর থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলছে? ইতিহাস বলছে, লোভ-লালসা, ব্যক্তির হীন স্বার্থবোধ, যে কোনও উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানাবার ও বাড়াবার মনোভাব, মুনাফাবৃদ্ধির তাগিদে অপরকে যে কোনও উপায়ে কোণঠাসা করে এগিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি— যা দুর্নীতির পথে মানুষকে পরিচালনা করে, তা চিরকাল সমাজে ছিল না। সমাজে যখন শ্রেণি-বিভাজন ঘটেনি, অপরের শ্রম চুরি করে অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয়র বিত্তশালী হওয়ার পরিবেশ যখন আসেনি, তখন লোভ বা দুর্নীতির প্রশ্নও ছিল না। সুতরাং সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অসাম্যই লোভের জন্ম দিয়েছে। তারপর সময়ের সাথে সাথে এই অসাম্য যত বেড়েছে, সামাজিক শ্রমের ফসল ক্ষমতাবান শ্রেণির হাতে যত কুক্ষিগত হয়েছে, সম্পত্তির লোভ এবং মুনাফার জন্য ন্যায়নীতি বিসর্জন দেওয়াও তত স্বাভাবিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রতিটি শ্রেণি-বিভক্ত শোষণমূলক সমাজেই শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কোনও না কোনওভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছে এবং গোটা সমাজ জুড়েও দুর্নীতির বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, বিশেষ করে যখন পুঁজিবাদ মুমূর্ষু, জরাগ্রস্ত, যখন জাতীয়তাবাদী আদর্শ ঐতিহাসিকভাবেই তার ভূমিকা হারিয়েছে, যখন পুঁজিবাদ কোনওরকম মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধার ধারে না, তখন যাবতীয় দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ এক চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের কি শিল্পোন্নত, কি পিছিয়ে পড়া সকল পুঁজিবাদী দেশেই চোখে পড়বে চুরি-দুর্নীতি, স্বজনপোষণের দগদগে ঘা। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে নানা মন্ত্রী-আমলা, পুলিশ-প্রশাসন, মিলিটারি, বিচারবিভাগ সবই আজ প্রায় প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে। বোঝাই যায়, দুর্নীতির ব্যাধি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যে সমস্ত দল রক্ষণাবেক্ষণ করছে, তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য এবং হচ্ছেও। আজকের দিনে দুর্নীতি দূর করার সংগ্রামটি তাই ঐতিহাসিকভাবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত, যে সংগ্রামের পতাকা আজকের ভারতবর্ষে একমাত্র বহন করছে এস ইউ সি আই (সি) দল। এই দিকটি বাদ দিয়ে শুধু ‘শিক্ষামন্ত্রীর শাস্তি চাই’ স্লোগান দিয়ে লাভ হবে না। তাতে শিক্ষামন্ত্রীর শাস্তি হলেও পরবর্তী কালে যাঁরা মন্ত্রিসভায় আসবেন, তাঁরাও একই ভাবে দুর্নীতির পাঁকে ডুববেন। কারণ এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিই নিজে দুর্নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রতি মুহূর্তে দুর্নীতির জন্ম দিয়ে চলেছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com